২৭/৮/২০০৫

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ ...... কলাম ......

সংঘর্ষ ও ধর্মঘটের জের

অচল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোশতাক আহমেদ ॥ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ আর ধর্মঘটের নামে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অচল হয়ে পড়ছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ধর্মঘট। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কয়েকদিনের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হতে পারে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা আবারো সেশনজটের মতো ভয়াবহ সমস্যায় পড়ছে। ভেঙে পড়ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই দেশের রাজনৈতিক সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র সংগঠনগুলো আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘর্ষ শুরু করে এবং বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট করতে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক দিন আগে থেকেই ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখলের জন্য হুমকি দিতে থাকে। এ সময় শিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলের ব্যানারে থেকে গোপনে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। ছাত্রদলের হুমকিতে ছাত্রলীগও পালটা হুমকি দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক নিরাপত্তার কারণে কোন ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষ না হলেও ছাত্রদল সহাবস্থানের দাবিসহ ৫ দফার দাবিতে গত ২৯শে জুলাই থেকে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ৬ মাসের সেশনজটে পড়বে বলে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী মন্তব্য করেন। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় সহাবস্থানের ভিত্তিতে ছাত্রদল গত ১৩ই জুলাই থেকে তাদের ধর্মঘট স্থগিত করে। সহাবস্থানের ভিত্তিতে

অচল ঃ (৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

অচল ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদলের বিতাড়িত নেতা-কর্মীদেরকে পর্যায়ক্রমে সূর্যসেন, জসীমউদ্‌দীন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু ও শহীদুল্লাহ হলে ওঠানোর পর গত ১৭ই জুলাই জিয়া হলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ আহমেদ নিহত হয়। এই ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ওইদিনই ছাত্রদলের সদ্য ওঠা নেতা-কর্মীদেরকে হল থেকে মারধর করে বের করে দেয়। যদিও ফিরোজ আহমদের নিহত হওয়ার ঘটনাটি রাজনৈতিক ছিল না। ছাত্রদল কর্মীদের বের করে দেয়া ও কক্ষ ভাঙচুরের প্রতিবাদে ছাত্রদল গত শনিবার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো লাগাতার ধর্মঘট ডাকে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিনদিনের জন্য সকল ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রভাবশালী শিক্ষক বলেছেন, এভাবে চলতে থাকলে বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ই আগস্ট থেকে ছাত্র শিবির লাগাতার ধর্মঘট ডাকার তৃতীয় দিনে ছাত্রলীগের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে গত ২রা আগস্ট মধ্য রাতে মাইকিং করে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

ছাত্রদল ৬ই আগস্ট থেকে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট দিয়ে গত ১৬ই আগস্ট তা স্থগিত করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা সংঘর্ষের আশংকায় হল ছেড়ে দিয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হত্যার পর শিক্ষকরা গত ৮ই আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে আসছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল গত ২৫শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত ধর্মঘট ডাকে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গত ২৯শে জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে গত ৭ই আগস্ট খুলে দিলেও সেখানে এখনও সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে।

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের কারণে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ গত ১৬ই জুলাই থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে।

গত ২৯শে জুলাই বরিশাল বি এম কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে যায়।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রকে গত ২৮শে জুলাই সন্ত্রাসীরা হত্যা করার পর ভার্সিটিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বগুড়া আযিযুল হক কলেজে শিবির গত ২৮শে জুলাই ব্যাপক ভাঙচুর করে। এতে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

১৭ই জুলাই ছাত্রদল মুন্সিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের তাণ্ডবের কারণে গত ২১শে জুলাই থেকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৮ই জুলাই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রলীগ নেতা দুলাল হত্যাকে কেন্দ্র করে এখানে ব্যাপক ভাঙচুর হয়।

ঢাকা কলেজে ২৬শে জুলাই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও ভাঙচুর হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ১১ই আগস্ট থেকে তিনদিনের জন্য ধর্মঘট ডাকে। এতে ছাত্রলীগ বাধা দিলে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া ও পালটা ধাওয়া হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে বলে আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা নীলকমল জানিয়েছেন।

এদিকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য গত ২৪শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। ছাত্রদল ও ছাত্রঐক্যের ডাকা ধর্মঘটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫টি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এতে ১০ হাজার ৫শ ৫১ জন ছাত্রছাত্রীর জীবন থেকে ছয় মাস খসে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।